আজকের কাগজ

তারিখ 2 1 FEB 1992
পৃষ্ঠা... ২ ....কলাম ..২...

০৩

'৯১-এর একুশে পদক বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

একজন নিরক্ষর থাকলেও একুশের চেতনা বাস্তবায়িত হবে না

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, একুশের অর্থ হচ্ছে শিক্ষা, স্বাক্ষরতা এবং দেশের একজন মানুষও নিরক্ষর থাকলে একুশের এ চেতনা বাস্তবায়িত হবে না। তাই বর্তমান সরকার দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার জন্যে শিক্ষা খাতের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী গতকাল ওসমানী মিলনায়তনে ১৯৯১ সালের একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে একথা বলেন। খবর ইউএনবি।

এবারের একুশে পদক প্রাপকরা হলেন, আহমেদ শরীফ ও কবির চৌধুরী (সাহিত্য), সালাউদ্দিন আহমেদ ও এ এম হারুন্নুর রশিদ (শিক্ষা), ফয়েজ আহমেদ (সাংবাদিকতা), ডঃ সানজিদা খাতুন(সঙ্গীত), মোহাম্মদ আমিনুল হক (নাটক) এবং কাজী আবুল হায়াত (চারুকলা)।

প্রধানমন্ত্রী '৫২-এর ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ-এর কথা স্মরণ করে বলেন, তাদের আত্মত্যাগ জাতির চেতনা এবং গৌরবের উৎস। তিনি বলেন, বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা কারণ আমরা অনেক বড় ত্যাগের মাধ্যমে এ স্বাধীনতা অর্জন করেছি। ক্যাম্পাসে সহিংস ঘটনার প্রতি আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে থাকতে পারে না। বেগম জিয়া বলেন, সন্ত্রাসবাদ একুশের চেতনা বিরোধী। '৯১-এর একুশে পদক প্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন, একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়ে তুলতে তারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাবেন।

পদক বিতরণী এ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, মন্ত্রী পরিষদের সদস্য, সাংসদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং উচ্চপদস্থ সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তারা।